বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

"স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের নির্দেশিকা"

আগস্ট ২০১৭ (১ম সংস্করন-ডিসেম্বর ২০১৮)

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক
স্পেকট্রাম ডিভিশন
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়সমূহ	পৃষ্ঠা নং
১	ভূমিকা	৩
২	স্থানীয়ভাবে হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্য	৩
৩	কমিশনের এখতিয়ার	৪
৪	মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক (Manufacturer) এবং ভেন্ডর এনলিস্টমেন্ট সনদের প্রকার	৪
৫	মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক (Manufacturer) এবং ভেন্ডর এনলিস্টমেন্ট সনদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি (Document)	৫
৬	মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক (Manufacturer) এবং ভেন্ডর এনলিস্টমেন্ট ফি ও এনলিস্টমেন্ট বার্ষিক নবায়ন ফি	৬
৭	মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট প্রস্তুতকারক (Manufacturer) এবং ভেন্ডর এনলিস্টমেন্ট-এর মেয়াদ ও নবায়ন	৬
৮	স্থানীয়ভাবে যন্ত্রপাতি উৎপাদনের/সংযোজনের প্রচলিত পদ্ধতি	৬
৯	ইলেকট্রনিক বর্জ্য (ই-বর্জ্য) ব্যবস্থাপনা	৭
১০	সার্ভিস সেন্টার ও কালেকশন পয়েন্ট	৭
১১	যন্ত্রাংশ আমদানীর অনাপত্তি পত্র প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি (Document)	৭
১২	যন্ত্রাংশ আমদানীর অনাপত্তি পত্রের (NOC) শর্তসমূহ	৭
১৩	পরিশিষ্ট-১	৮
১৪	পরিশিষ্ট-২	৯
১৫	পরিশিষ্ট-৩	১০
১৬	পরিশিষ্ট-৪	১১
১৬	পরিশিষ্ট-৫ (সংশ্লিষ্ট এস.আর.ও)	২১

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক
স্পেকট্রাম ডিভিশন
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

১. ভূমিকাঃ

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) ও আমদানী নীতি আদেশ ২০১২-২০১৫ অনুযায়ী যে কোন প্রকার বেতার যন্ত্রপাতি (যেমন ঃ মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট, ট্যাবলেট পিসি, ওয়াকি-টকি, বেইস, রিপিটার, ফিক্সড ওয়্যারলেস ফোন, মডেম, ডাইরেক্ট টু হোম (ডিটিএইচ) রিসিভার ও এন্টেনা, স্যাটেলাইট টিভি রিসিভার ইত্যাদি এবং অন্যান্য বেতারযন্ত্র) আমদানীর ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে বিটিআরসি'র পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হয়। উপরোল্লিখিত বেতার যন্ত্রপাতিসমূহ আমদানী ও বাজারজাত করণের জন্য অত্র কমিশন থেকে Radio Equipment Importer and Vendor Enlistment সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে। মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট একটি বেতারযন্ত্র বিধায় Enlisted Vendor সমূহ তা আমদানী ও বাজারজাত করণের জন্য অত্র কমিশন থেকে পূর্বানুমতি গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ১৩ কোটি মোবাইল সংযোগ রয়েছে এবং দিন দিন সংযোগ সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের বাজার মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট ব্যবসার জন্য অনুকূল বিধায় প্রতি বছর বৈধ পথে প্রায় ২.৫ থেকে ৩ কোটি হ্যান্ডসেট আমদানী হয়ে থাকে। এছাড়া সরকারী রাজস্ব ফাকি দিয়ে অবৈধ পথে প্রায় ৫০ লক্ষ হ্যান্ডসেট দেশের বাজারে প্রবেশ করে থাকে। প্রায় ৩ কোটি মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট আমদানী করতে প্রতি বছর বিপুল পরিমাণ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে চলে যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে দেশে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের বাজার প্রায় ০৮ (আট) হাজার কোটির টাকার। বিপুল পরিমাণ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা বিদেশে চলে যাওয়া রোধ করতে দেশের অভ্যন্তরে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট তৈরীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করণ একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ হবে বলে প্রতীয়মান হয়। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে SKD (Semi Knock Down) পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে ১০% (দশ শতাংশ) এবং CKD (Complete Knock Down) পদ্ধতিতে স্থানীয়ভাবে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানীর ক্ষেত্রে ১% (এক শতাংশ) আমদানী শুল্ক নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে (**পরিশিষ্ট-৫**)। ইতোপূর্বে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেটের খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানীর জন্য উভয় ক্ষেত্রে ৩৭.০৭% (সাইত্রিশ দশমিক শূণ্য সাত শতাংশ) আমদানী শুল্ক প্রযোজ্য ছিল।

২. স্থানীয়ভাবে হ্যান্ডসেট সংযোজন ও উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের উদ্দেশ্যঃ

- বিপুল পরিমাণ মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা সম্ভব হবে;
- দেশে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে;
- দেশে সুদক্ষ কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন জনবল সৃষ্টি হবে;
- অবৈধ আমদানী হ্রাস করার মাধ্যমে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি রোধ করা সম্ভব হবে;
- কাংখিত বৈদেশিক বিনিয়োগ পাওয়া সম্ভব হবে;
- দেশী বিনিয়োগকারীগণ সময়োপযোগী বিনিয়োগের নতুন ক্ষেত্র পাবেন;
- ক্রেতা সাধারণ কম মূল্যে মোবাইল ফোন হ্যান্ডসেট ব্যবহারের সুযোগ পাবেন;
- টেলি-ডেনসিটি আরও বৃদ্ধি পাবে;
- কম দামে স্মার্টফোন উৎপাদন ও বাজারজাত সম্ভব হবে বিধায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাবে। সম্প্রতি প্রকাশিত GSMA-এর এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০% বৃদ্ধি পেলে জাতীয় প্রবৃদ্ধি অতিরিক্ত প্রায় ১% বৃদ্ধি পায়, ফলে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে;

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
সহকারী পরিচালক
স্পেকট্রাম ডিভিশন
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন